

**DATELINE**

**1857**

**Revolt against the Raj**



➤ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ইতিহাস ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে **জনগণের প্রথম বিস্তৃত সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিল**। সমসাময়িক কেউ কেউ এই বিদ্রোহকে মুসলিমদের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছিলেন যা মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত বেশি সমসাময়িক সরকারি ব্যাখ্যাতে **এটি ছিল প্রধানত সিপাহীদের বিদ্রোহ**। এস.এন. সেন, আর সি মজুমদার এর মতো পরবর্তী কালের ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এইধরনের ঔপনিবেশিক যুক্তি মেনে নিয়ে বলেছেন যে, বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল সেনাদের নিয়ে, পরে কোন কোন অঞ্চলে তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ঘটেছিল।



- ১৮৫৭ র ২৭ শে জুলাই তারিখে বেঞ্জামিন ডিসরেইলি ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে প্রশ্ন তোলেন, "**Is it a military mutiny, or is it a national revolt?**" ১৮৫৭ র *New York Daily Tribune* পত্রিকায় কার্ল মার্ক্সও এই একই সন্দেহ প্রকাশ করেন।
- **ভি.ডি.সভারকার-ই** প্রথম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে "স্বধর্ম এবং স্বরাজ" এর জন্য ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেন।
- যদিও এস এন সেন এবং আর সি মজুমদার এই দাবি মানতে অস্বীকার করেছেন। আর.সি .মজুমদার এর মতে , "...the so-called First National War of Independence in 1857 is neither First, nor National, nor a War of Independence" ( History of Freedom Movement in India, Vol.1)



➤ কিন্তু ১৯৫৯ এ শশীভূষণ চৌধুরী ভি ডি  
সাভারকারের মতকেই সমর্থন করে  
বলেন যে, পরোক্ষে হলেও এটিই  
ছিল **পরবর্তীকালে ভারতীয় স্বাধীনতা  
সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রকৃত পদক্ষেপ**।  
এইসময় সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ  
কর্তৃপক্ষের শোষণমূলক এবং  
প্রতিহিংসাপরায়ন চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে  
পেরে **প্রথমবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ  
জানিয়েছিল**।

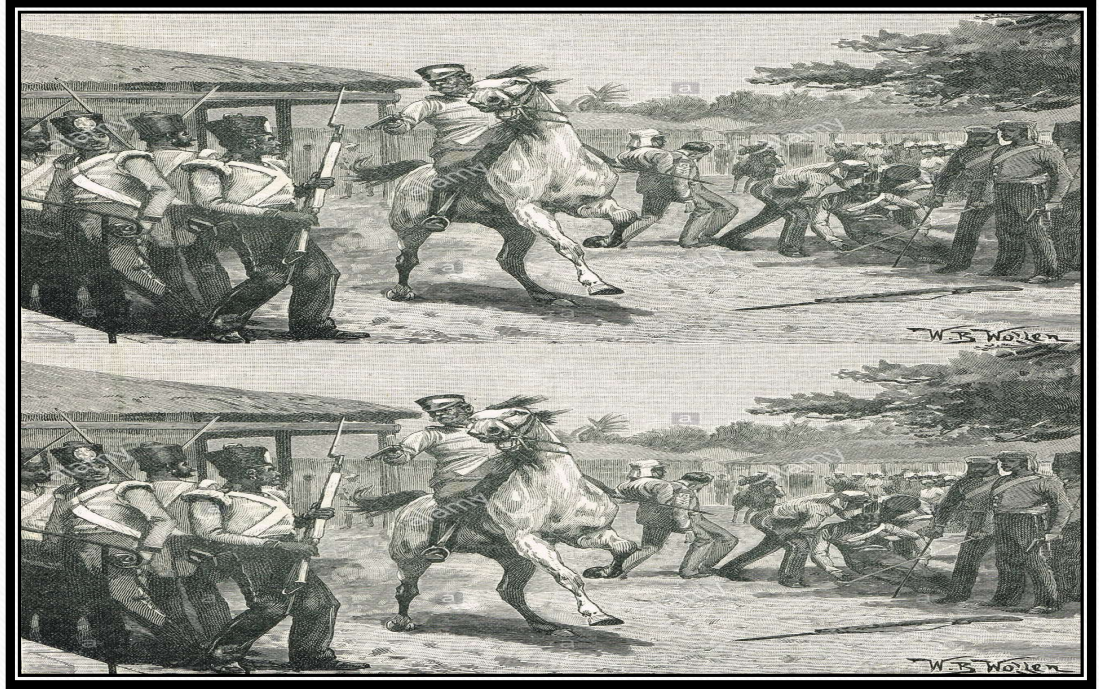




- তবে এব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত যে , **১৮৫৭ র বিদ্রোহ আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছিলনা ।** ১৯৬৫ তে টমাস মেটকাফ লেখেন , **এই বিদ্রোহ কখনো কখনো সিপাহী বিদ্রোহকে ছাপিয়ে গেছে কিন্তু কখনই তা জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি** "...it was something more than a sepoy mutiny, but something less than a national revolt "( The Aftermath of Revolt :India, 1857-1870 )
- **এই বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ছিলনা কারণ এর জনপ্রিয়তা উত্তর ভারতে-ই সীমাবদ্ধ ছিল ।** যে সমস্ত অঞ্চল এবং গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের সুবিধা পেয়েছিল , তারা ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থেকেছিল । ব্রিটিশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী গোষ্ঠী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগের মতোই ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত ছিল । পাঞ্জাবি রাজপুরুষেরা হিন্দুস্তানি সেনাদের ঘৃণা করত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের কথাতে তারা শিউরে উঠতো ।



➤ অন্যদিকে সি এ বেইলির মতে ,  
বিদ্রোহীদের নানাধরনের  
উদ্দেশ্য ছিল আর সেগুলো  
সবসময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে  
কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের  
সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলনা । প্রায়ই  
তারা একে অপরের বিরুদ্ধে  
লড়াই করতো । **ভারতীয়দের  
এই অনৈক্যই ব্রিটিশদের  
সুবিধা করে দিয়েছিল ।**



**General John Hearsey , confronting mutineers at Barrackpore,  
West Bengal, India, Mangal Pandey incident, 29 March**



➤ বিদ্রোহের কোন পূর্বপরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র ছিল না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চাপাটি বা গমের আটার ঝুটির মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। সেই কারণে অনেকের মতে, এই বিদ্রোহ সব অর্থেই নেতিবাচক ছিল কারণ **বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ রাজকে সরিয়ে দিয়ে বিকল্প কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা-ই ছিলনা।** মেটকাফ লিখেছেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের নেতারা একে অপরের বিরোধী ছিলেন। তাদের কারুর আনুগত্য ছিল মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি, আবার অন্যদের ছিল আঞ্চলিক রাজপুরুষদের প্রতি।



**'The Indian Mutiny, 1857-58: The Storming of the Cashmir Gate, Delhi, September 14, 1857', (1901)**



➤ একথা অনস্বীকার্য যে, ১৮৫৭ র বিদ্রোহীদের মধ্যে আধুনিক অর্থে ভারতীয় জাতির ধারণা ছিলনা। সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই কৃষকদের কাজকর্ম সীমিত থাকতো তবুও আগেকার কৃষক বিদ্রোহগুলোর থেকে মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনেক বেশি যোগাযোগ ছিল। উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ ছিল এবং নানাধরনের গুজব তাদেরকে যেন একটা অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল।

**TIMES CITY | UTTAR PRADESH**

## 1857 revolt wasn't planned, gravely localised: Historian

**TIMES NEWS NETWORK**

**Lucknow:** "It is not right to call the revolt of 1857 as the First War of Independence. It was an uprising that started out from a sepoy mutiny but was not channelised towards a comprehensive nation," said acclaimed British historian, Rosie Llewellyn-Jones, who was in Lucknow on Sunday.

"It was a series of localised grievances that were neither pre-planned, did not attack the British seat in Kolkata, nor reach the South of India," she added. "Had Indians been more united against the British in 1857, the colonial forces would have lasted so long," said Jones, who has written and researched extensively on Awadh, while speaking at the launch of a book "The Uprising of 1857" edited by her.

The book brings together archival material from the Alkazi collection, including not just photographs but also silver albumen prints, postcards, paintings, lithographs and essays that re-evaluate evidence of the uprising. "The uprising was not planned, though had it not been the backing by the zamindaars, it would have not sustained. But it was gravely localised, and did not even threaten the governor general sitting in Kolkata," Jones explained to the audience.

As per the historian, the causes behind the uprising were the annexation of Oudh in 1856, increase in land revenue demands, fear of conversion to Christianity, emergence of new western technology and ill treatment of Indian rulers by the British. Jones added, "The grease cartridge was not the only cause. It did ignite all the other simmering feelings when religion also got involved".

Jones said the British blame on Muslims for uprising was not right, since some Christians and Anglo-Indians were also involved along with Hindus and Muslims.

Rosie Llewellyn-Jones addresses the audience at the launch of the book 'The Uprising of 1857' in Lucknow on Sunday





- বিদ্রোহীদের সকলের মধ্যেই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা হলো-- **ব্রিটিশ রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা**, ব্রিটিশ শাসনের সমর্থনকারী যেকোনো কর্তৃত্ব-ই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।
- ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের মতে, পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং বোধ-ই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের চালিত করেছিল। তারা হয়তো একে অপরকে চিনত না, হয়তো বা অভিজ্ঞতাতেও একে অপরের মধ্যে পার্থক্য ছিল, **তবুও তারা ঐ একই ঐতিহাসিক সময়ে একই শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।**



- **জুডিথ ব্রাউনের মত** কিছু কিছু ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে , বিদ্রোহ চলাকালে সামন্তপ্রভুরাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন এবং এই জমিদার শ্রেণীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দ্বারাই বিদ্রোহের চেহারা অনেকটা নির্ধারিত হয়েছিল । তাই এরিক স্টোকসের মতে , **১৮৫৭ র গ্রামীণ বিদ্রোহ ছিল মূলত এলিট চরিত্রের ।**
- সেদিক থেকে দেখলে এই বিদ্রোহে **জনসাধারণের ভূমিকাকে অবহেলা করা হয় । সামন্তপ্রভুরা অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিতে অনিচ্ছুক ছিল ।** বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহের নেতা হবার প্রস্তাব দিয়েছিল , তখন তিনি অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে রাজি হয়েছিলেন । ইন্দোর , গোয়ালিয়র, রাজস্থানের কিছু অংশে যেখানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল , সেখানে রাজারা ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিলেন । সুতরাং **বিদ্রোহ শুরু করার উদ্যোগ এবং তার কার্যধারা কখনোই সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেনি ।** বিদ্রোহ হয়তো সিপাহীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং আঞ্চলিক নেতারা তাকে পরিচালিত করেছিলেন , কিন্তু **শেষপর্যন্ত তা গণ-চরিত্র ধারণ করে ।**





সুতরাং ১৮৫৭ র বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করার থেকে একে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে **গণ-সচেতনতার উত্থানের প্রথম ধাপ** হিসেবে চিহ্নিত করা-ই সঙ্গত।